সংগঠনের অধিকার

উত্তম চর্চার নির্দেশিকা

মাইনা কিয়াই
শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার বিষয়ক
জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি

মাইনা কিয়াই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি (স্পেশাল র‌্যাপোর্টিয়ার)। সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার বিষয়ে তিনিই প্রথম বিশেষ প্রতিনিধি। ২০১১ সালের ১ মে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মাইনা কিয়াই বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তা নিয়ে সুপারিশমালা ও প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন। ২০১২ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দেয়া প্রতিবেদনে তিনি সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকারসমূহের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় উত্তম চর্চার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে সেটি নির্দেশিকা আকারে প্রকাশ করেন। এই নির্দেশিকা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে।

বাংলায় **সংগঠনের অধিকার** বিষয়ক এই নির্দেশিকাটি অনুবাদ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ।

সংগঠন কী?

‘সংগঠন’ বলতে কোন ব্যক্তি এবং/অথবা আইনগত সত্তার সমষ্টিকে বোঝায়, যারা একটি সাধারণ স্বার্থে কাজ করা এবং এর প্রকাশ, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও রক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছে। সাধারণ সংগঠনগুলোর মধ্যে সুশীল সমাজের সংগঠন, ক্লাব, সমবায় সমিতি, এনজিও, ধর্মীয় সমিতি, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ (ট্রেড ইউনিয়ন), ফাউন্ডেশন ও অনলাইন সমিতি অন্যতম।

সংগঠনের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

সহজ কথায়, সংগঠনের স্বাধীনতা সাধারণ স্বার্থের জন্য সমমনা লোকদের নিয়ে কোন দল গঠন বা তাতে যোগদান করার অধিকার। এই সংগঠনটি আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে এবং সংগঠনের স্বাধীনতা সম্পর্কিত অধিকারগুলো প্রযোজ্য হওয়ার জন্য সংগঠনটির নিবন্ধিত হওয়ার কোনরকম বাধ্যবাধকতা নেই। একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য কমপক্ষে দুইজন ব্যক্তি প্রয়োজন।

সংগঠনের স্বাধীনতা এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সংগঠনের স্বাধীনতা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই অধিকার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার- একসঙ্গে মুখ্য অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম- যা সাধারণ কল্যাণের জন্য মানুষের একত্রিত হওয়া ও কাজ করার সক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য প্রণীত হয়েছে। অন্য অনেক নাগরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার চর্চার জন্য এই অধিকার এক প্রকার পূর্বশর্ত। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও এর অস্তিত্ব রক্ষায়ও সংগঠনের স্বাধীনতা সম্পর্কিত অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কেননা এর মাধ্যমেই সংলাপ, বহুমাত্রিকতা, সহনশীলতা ও উদারতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, যেখানে সংখ্যালঘু এবং ভিন্নমত বা বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করা হয়।

আমার সংগঠন কি নিবন্ধিত হতে হবে?

না

সংগঠনের অধিকার নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত সব ধরনের সংগঠনকেই সমানভাবে সুরক্ষা দেয়। অনিবন্ধিত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আয়োজন ও তাতে অংশগ্রহণসহ যেকোনো আইনসিদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এবং এর জন্য তাদের কোন রকম ফৌজদারি দায় বহন করতে হবে না।

সংগঠনের অধিকার কি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

হ্যাঁ

আপনি কে- এক্ষেত্রে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদের ২২ অনুচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তির সংগঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিদ্ধান্ত ২৪/৫ এর মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল অনলাইনে বা অফলাইনে, নির্বাচনের সময়সহ সব সময় এবং নিজেদের অধিকার ভোগ বা উন্নয়নে সচেষ্ট সংখ্যালঘু বা বিরোধী মত বা বিশ্বাসের অনুসারী ব্যক্তিসহ প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মুক্তভাবে সংগঠন করার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও একে রক্ষা করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি রাষ্ট্রগুলোকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে শিশু, বিদেশী নাগরিক, নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাগত সংখ্যালঘু, তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ ও নারীসহ কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর আইন কোন ধরনের বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে না। সংগঠনের অধিকার আইনগত সত্ত্বাগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। যেমন- দুইটি সমিতি মিলে একটি সংগঠন তৈরি করতে পারে।

সংগঠনের অধিকার উন্নয়নে রাষ্ট্রের কি কোন ধরনের দায়বদ্ধতা রয়েছে?

হ্যাঁ

সংগঠনগুলো যেন নির্বিঘ্নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সেজন্য একটি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সংগঠনের সদস্যদের অবশ্যই কোন রকম ভয়-ভীতি যেমন হুমকি, হয়রানি, সংক্ষিপ্ত বা স্বেচ্ছাচারী বিচার, নির্বিচারে গ্রেফতার বা আটক, নির্যাতন, গণমাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারণা, যাতায়াতে বাধা-নিষেধসহ কোন রকম হামলা বা সহিংসতার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই তাদের সংগঠনের অধিকার ভোগ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। সংগঠনের অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে বাধা না দেয়ার দায়বদ্ধতাও রাষ্ট্রের রয়েছে। সংগঠনের সদস্যরা তাদের নিয়ম-কানুন, গঠন ও কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং রাষ্ট্রের কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। সংগঠনগুলোর মতামত প্রকাশ, তথ্য বিতরণ, জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে মানবাধিকার রক্ষার জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন (অ্যাডভোকেসি) করার অধিকার আছে।

আমি যদি কোন আইনগত সত্ত্বা সৃষ্টি করতে চাই, তাহলে নিবন্ধন প্রয়োজন কি?

হ্যাঁ

নিজস্ব আইনগত সত্ত্বা রয়েছে, এমন সংগঠন সৃষ্টির জন্য নিবন্ধনের আবশ্যকতা থাকাটা গ্রহণযোগ্য; তবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সরকারি কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে সদ্‌বিশ্বাসে ও যথাসময়ে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। নিবন্ধনের জন্য সহজ, ব্যয়বহুল নয়- এমন বা এমনকি বিনামূল্যে প্রদত্ত এবং দ্রুততম পদ্ধতিকে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ সর্বোত্তম চর্চা হিসেবে বিবেচনা করেন। নিবন্ধনকে অনুমতি চাওয়া হিসেবে দেখা যাবে না। কাজেই, সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য ‘পূর্বানুমোদন প্রক্রিয়া’র পরিবর্তে কার্যত ‘অবহিতকরণ প্রক্রিয়া’ বলবৎ থাকা উচিত। এই অবহিতকরণ প্রক্রিয়ায়, একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে মর্মে এর প্রতিষ্ঠাতারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠনটি আইনগত সত্ত্বা অর্জন করবে। তারপরও এই অবহিতকরণ কোনো সংগঠনের অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হতে পারবে না। নতুন করে প্রণীত কোন আইন আগে নিবন্ধিত সংগঠনগুলোর জন্য পুনর্নিবন্ধন চাইবে না।

নিবন্ধনের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ কি অনির্দিষ্টকালের জন্য সেটা দীর্ঘায়িত করতে পারেন অথবা আমাকে না জানিয়েই তা খারিজ করতে পারেন?

না

নিবন্ধক কর্তৃপক্ষ যেন আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে কাজ শুরু করে, সেই বাধ্যবাধতা থাকতে হবে এবং দাখিলকৃত আবেদনের জবাব দেওয়ার জন্য, আইনে সংক্ষিপ্ত একটি সময়সীমা থাকতে হবে। এর মধ্যবর্তী সময়ে আবেদনকৃত সংগঠনটি আইনত পরিচালিত হচ্ছে বলে গণ্য করা হবে, যদি না ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত হয়। আবেদন গ্রহণে অসম্মতি বা আবেদন খারিজের যেকোন সিদ্ধান্তের স্পষ্ট কারণ থাকতে হবে এবং আবেদনকারীকে তা লিখিত আকারে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। যেসব সংগঠনের আবেদন খারিজ হবে, তাদের একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকার গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

রাষ্ট্র কি সংগঠন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে?

হ্যাঁ

রাষ্ট্রকে এমন সব পদক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে যা সংগঠনগুলোর ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ দায়ভার আরোপ করে, যেমন যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার কষ্টসাধ্য নিয়ম, পদ্ধতি বা সংগঠনভিত্তিক অন্যান্য বিশেষ চাহিদা, যা লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি অলাভজনক সংগঠনের নিবন্ধন প্রক্রিয়া, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের চেয়ে বেশি কঠিন বা সময়সাপেক্ষ হবে না।

সম্পদ আহরণ বা লেনদেনের সক্ষমতা কি সংগঠনের অধিকারের আওতাভুক্ত?

হ্যাঁ

সংগঠনের জন্য অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সম্পদ চাওয়া, গ্রহণ করা এবং ব্যবহার করতে পারাটা সংগঠনের অধিকারের একটি অন্তর্নিহিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে 'সম্পদ' কথাটার অর্থ অনেক বিস্তৃত, যার মধ্যে আর্থিক লেনদেন, অনুদান, বস্তুগত সম্পদ, মানব সম্পদ এবং আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়ার বিধান থাকা উচিৎ নয় এবং নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় ধরনের সংগঠনেরই অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থ ও সম্পদ আহরণ ও নিশ্চিত করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার কি অনলাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

হ্যাঁ

অনলাইন এবং অফলাইন উভয়ক্ষেত্রেই সংগঠনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং একে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে রাষ্ট্রগুলো দায়বদ্ধ। ইন্টারনেট, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাস্তব পৃথিবীতে সংগঠনের স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ভার্চুয়াল জায়গায় সংগঠিত হওয়ার, নিজেদের মত প্রকাশের জন্য অনলাইনে সমবেত হওয়ার অধিকারও মানুষের আছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়সহ সব সময় যেন ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার বজায় থাকে, সকল রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইনে প্রকাশিত কোন বিষয়বস্তুকে ব্লক করার প্রক্রিয়া অবশ্যই কোন উপযুক্ত বিচারিক কর্তৃপক্ষ বা কোন ধরনের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বা অন্য কোন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব থেকে মুক্ত কোন সংস্থাকে গ্রহণ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ কি একটি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে?

না

কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সংগঠনের গোপনীয়তার অধিকারকে সম্মান করতে হবে, যা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ (আইসিসিপিআর) এর ১৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে। কর্তৃপক্ষ সংগঠনের সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রমের ওপর কোন রকম শর্ত আরোপ করতে পারবে না; বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের পাল্টাতে; বোর্ডের সদস্যদের সিদ্ধান্ত কোন সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গ্রহণ করতে হবে– এমন কোন শর্ত আরোপ করতে; প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই সংগঠনগুলোকে তা দাখিল করার অনুরোধ করতে; বা সংগঠনগুলোর কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পেশ করার অনুরোধ করতে পারবে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্বাধীন সংস্থাগুলো সংগঠনের নথিপত্র পরীক্ষা করতে পারে; তবে এরকম কোন পদ্ধতি স্বেচ্ছাচারী হওয়া চলবে না এবং বৈষম্যহীনতার নীতি ও গোপনীয়তার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

অপরাধ নির্মূল বা অপরাধ নির্মূলের উদ্দেশ্যে সংগঠনের অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ কি বৈধ?

না

প্রতারণা, আত্মসাৎ, অবৈধ উপার্জনকে বৈধ করার চেষ্টা এবং অন্যান্য অপরাধ দমন করা রাষ্ট্রের বৈধ স্বার্থ, কিন্তু শুধু বৈধ স্বার্থে কাজ করাটাই যথেষ্ট নয়। বাধা-নিষেধও আইনসম্মত হতে হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে 'প্রয়োজনীয়'-এমন হতে হবে। যে স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন জড়িত, প্রযুক্ত বাধা-নিষেধ তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সবচেয়ে কম বলপ্রয়োগমূলক পন্থা হতে হবে।

নির্বাচনের সময় কর্তৃপক্ষ কি সংগঠনের অধিকারের ওপর বিশেষ বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারেন?

না

একই জায়গায় এবং একই সময়ে যুগপৎ সমাবেশের ক্ষেত্রে, যখন সম্ভব হয়, সকল আয়োজনকেই চলতে দেওয়া, নিরাপত্তা প্রদান ও সহযোগিতা করা উচিত। পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভের ক্ষেত্রে, যেখানে একটি সমাবেশের লক্ষ্য হয় অন্য সমাবেশগুলোর বক্তব্যের বিরোধিতা করা সেরকম ক্ষেত্রে এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। এরকম পাল্টা বিক্ষোভ চলতে দেওয়া উচিত, তবে তা যেন অন্যান্য সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

প্রতিবেদন পেশ করার বাধ্যবাধকতা বা আইনের লঘুতর লঙ্ঘনের জন্য কোন সংগঠনকে কি স্থগিত বা বাতিল করা যায়?

না

কোন সংগঠন যদি এর প্রতিবেদন পেশ করার বাধ্যবাধকতা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইনের এরকম লঘুতর লঙ্ঘনের জন্য সংগঠনটি বন্ধ করে দেওয়া বা এর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ নয়; বরং ঐ সংগঠনকে তার ত্রুটিগুলো যথাশীঘ্র সংশোধন করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা উচিৎ। কোন সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত বা অনৈচ্ছিকভাবে সংগঠন বাতিল করার সিদ্ধান্ত শুধু তখনই নেওয়া উচিত, যখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের বিপদ স্পষ্ট ও আসন্ন হয়। এ ধরনের পদক্ষেপও বৈধ লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং শুধু তখনই গ্রহণ করা যাবে, যখন এর চেয়ে কম মারাত্মক পদক্ষেপ অপর্যাপ্ত প্রতিপন্ন হয়। তারপরও, এরকম গুরুতর ব্যবস্থা শুধু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতেরই নেওয়া উচিৎ।

আমার সংগঠনের অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয়, তাহলে আমি কি উপযুক্ত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী?

হ্যাঁ

স্বাধীনভাবে, দ্রুততার সঙ্গে ও বিস্তারিত পরিসরে সংগঠনের অধিকার লঙ্ঘনসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করতে পারে, এমন সহজগম্য ও কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। যেক্ষেত্রে সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার অন্যায়ভাবে খর্ব করা হয়, সেক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রতিকার পাওয়ার এবং ন্যায্য ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আছে।

মুখ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, অনুচ্ছেদ ২২:

- প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক সংঘ গঠন করার ও যোগদানের অধিকারসহ অন্যদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার থাকবে।

- এ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে আইনসম্মত এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা বা জনগণের সুরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা রক্ষা বা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্য কোন বাধা-বিঘ্ন আরোপ করা যাবে না। এ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ সদস্যদের ওপর কোন আইনসম্মত বাধা-নিষেধ প্রয়োগে এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনরকম বাধা থাকবে না।

অন্যান্য মানদণ্ড

- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ: অনুচ্ছেদ ৮
- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র: অনুচ্ছেদ ২০
- সব ধরনের বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সনদ: অনুচ্ছেদ ৫(৯)
- শিশু অধিকার সনদ: অনুচ্ছেদ ১৫
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ: অনুচ্ছেদ ২৯
- মানবাধিকারকর্মী বিষয়ক ঘোষণাপত্র: অনুচ্ছেদ ৫
- আই.এল.ও সনদসমূহ: ৮৭, ৯৮ ও ১৩৫ নং সনদ

প্রধান প্রধান আঞ্চলিক মানদণ্ড

- মানবাধিকার ও জনগণের অধিকার বিষয়ক আফ্রিকান সনদঃ অনুচ্ছেদ ১০
- শিশু অধিকার ও কল্যাণ বিষয়ক আফ্রিকান সনদঃ অনুচ্ছেদ ৮
- মানুষের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক আমেরিকান ঘোষণাপত্রঃ অনুচ্ছেদ ২২
- আমেরিকান মানবাধিকার সনদঃ অনুচ্ছেদ ১৬
- ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদঃ অনুচ্ছেদ ১১
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের মৌলিক অধিকারের সনদঃ অনুচ্ছেদ ১২